সংবাদ

তারিখ ... 07 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

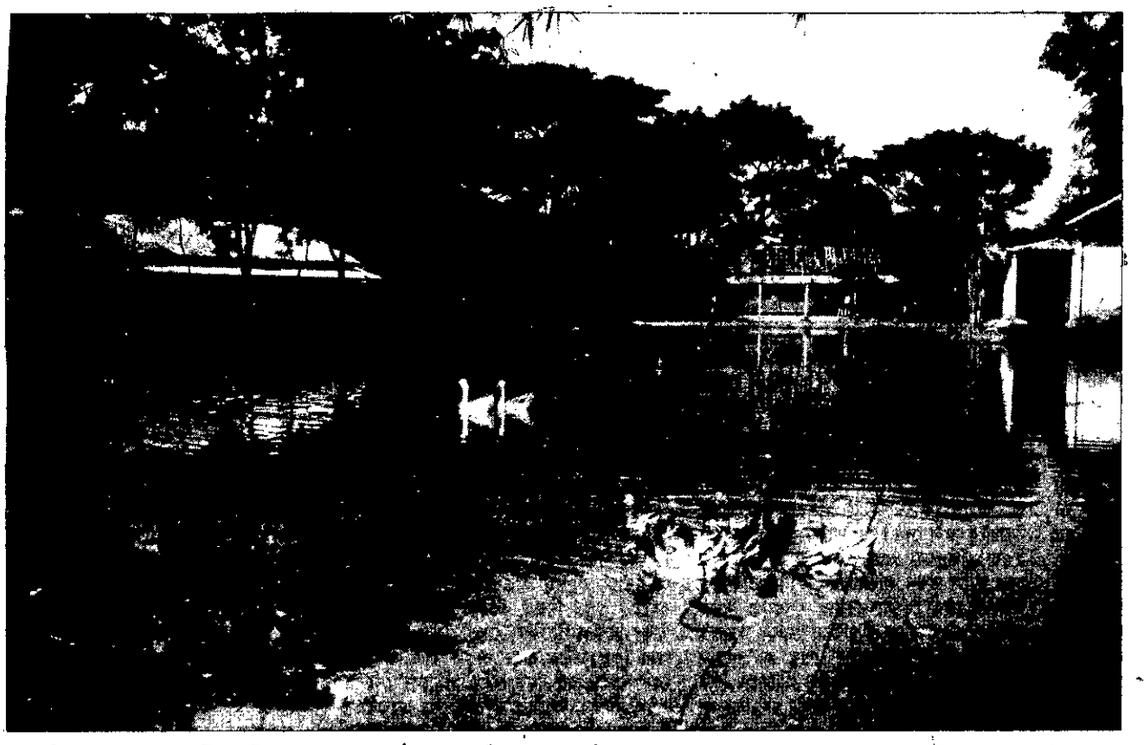

গফরগাঁওয়ের খারুয়া বড়াইল হাইস্কুলের জলাবদ্ধ মাঠজুড়ে রাজহাঁসের জলকেলি -সংবাদ

গফরগাঁওয়ের খারুয়া বড়াইল হাইস্কুল

সাত বছর ধরে স্কুল মাঠে জলাবদ্ধতা!

রুবেল মাহমুদ, গফরগাঁও (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের রাওনা ইউনিয়নের খারুয়া বড়াইল উচ্চ বিদ্যালয়ের মেয়েরা এবার আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা জাতীয় ক্রীড়ার ফুটবল প্রতিযোগিতায় দেশ সেরা কলসিন্দুরের মেয়েদের সাথে সেমিফাইনালে হেরে গিয়ে নতুন উদ্যম নিয়ে অনুশীলন শুরু করতে চেয়েছিল। তাদের আক্ষেপ বিদ্যালয়ের আঙিনায় বিশাল মাঠ থাকতেও সেখানে চর্চা করার সুযোগ নেই। তাদের এই খেলার মাঠটি বছরের অর্ধেক সময় জলমগ্ন থাকে। আশপাশের ফসলি ক্ষেত উঁচু হওয়ায় মাঠটি থাকে জলাবদ্ধ হয়ে।

পাশে রয়েছে আরেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই দুটি স্কুলের খেলার মাঠ বর্ষা ছাড়াও একটু বৃষ্টিতেই হাঁটু পানিতে ডুবে যায়। মাঠ জুড়ে ছাত্র-ছাত্রীর কোলাহলের পরিবর্তে দেখা যায় হাঁসের জলকেলি। বিদ্যালয় ভবনের দিকে না তাকালে বোঝার কোন উপায় নেই এটি বিদ্যালয়ের মাঠ না পুকুর। বর্ষার শুরুতেই এ দুটি বিদ্যালয় মাঠে হাঁটু পানি জমে থাকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায় প্রায় ৭ মাস মাঠটি জলমগ্ন থাকে। ফলে এ দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা ও উন্মুক্ত চলা ফেরা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রতি বছর মে-জুন মাসে বর্ষা মৌসুমের শুরু থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৭ মাস জলাবদ্ধতা থাকে খেলার মাঠটি। খারুয়া বড়াইল উচ্চ বিদ্যালয় ও খারুয়া বড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পানি বন্দি হয়ে শ্রেণীকক্ষে বসে বসে গল্প-গুজব করে সময় কাটায়। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেও মাঠটি মাটি কেটে ভরাট করাতে পারেনি টাকার অভাবে। প্রায় সাত বছর ধরে এই দুর্ভোগ। বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণীর রানা, তনয় ও ৯ম শ্রেণীর নূরজাহান জানায়, বর্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে বিদ্যালয় মাঠে তারা আর খেলাধুলা করতে পারেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমরা এলাকাবাসী ব্যক্তিগতভাবে ইউপি চেয়ারম্যানসহ নেতৃবৃন্দকে অসংখ্যবার জানালেও কোন লাভ হয়নি। গত বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে হাঁটু পানিতে হাঁসের দল খেলা করছে। স্কুলের বারান্দা পর্যন্ত থৈ থৈ পানি। শিক্ষার্থীরা শ্রেণী কক্ষের বাইরে বের হতে না পেরে বসে গল্প করে টিফিন পিরিয়ড পার করছে। এছাড়া জল মগ্ন বিদ্যালয় মাঠ পার হতে গিয়ে পানিবাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। এতে বিদ্যালয়ের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।

খারুয়া বড়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর ছাত্র তোবার বাবা জিয়া উদ্দিন জানায়, বিদ্যালয় মাঠে বছরের অর্ধেক সময় পানিতে ডুবে থাকে। এই পানিতে খেলা করায় হাতে-পায়ে চুলকানিসহ সর্দি কাশি লেগেই থাকে। খারুয়া বড়াইল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বিনা রানী দেবনাথ ও খারুয়া বড়াইল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুজ্জামান বলেন, বছরের উল্লেখযোগ্য সময় বিদ্যালয় মাঠ পানিতে ডুবে থাকার কারনে ছাত্র-ছাত্রীরা মাঠে খেলতে পারে না। মাঠটি সংস্কার করতে না পারলে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবে।